দৈনিক সংবাদ

32

তারিখ 30 NOV 1996
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তির ঘোষণা

বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন ক্ষুব্ধঃ প্রতিবাদ, বিক্ষোভ

এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল খারাপের কারণে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সরকারি বেতন বন্ধ করার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো অব্যাহত রয়েছে। গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির এক জরুরি সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হঠকারী সিদ্ধান্ত জারি করে শিক্ষক সমাজকে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাজপথে নামবার জন্য বাধ্য করছে। সভায় বক্তারা বলেন, পরীক্ষায় বিপর্যয়ের জন্য সরকারের বিভিন্ন সময় গৃহীত তুগলকি সিদ্ধান্তই মূলত দায়ী। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত শর্তহীনভাবে প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজে অধ্যক্ষা রাজিয়া হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এম শরিফুল ইসলাম, অধ্যাপক হারুনুর রশিদ পাঠান, অধ্যাপক আবুল কাশেম, অধ্যক্ষ আবদুর রশিদ, অধ্যাপক আবদুল বাসেত ও অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান।

বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক সমিতির এক সভায় শিক্ষকদের ওপর শাস্তি আরোপের সরকারি সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

গতকাল সমিতি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মোঃ মজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোমেনা খাতুন।

সচেতন শিক্ষক ও অভিভাবক ফোরামের এক সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়, মন্ত্রণালয় দাসব্যবস্থার মানসিকতার প্রতিফলন ঘটিয়ে শিক্ষকদের বেতন বন্ধের যে নির্দেশ দিয়েছে তা অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত।

গতকাল প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলী নাসরীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষা সৈয়দা শামসে আরা, এ, এন রাশেদা, অধ্যক্ষ আ, ফ, ম আজিজউল হক, অধ্যাপিকা ফিরোজা, অভিভাবকদের পক্ষে আবুবকর সিদ্দিক, বেলা রাণী দাস, চৌধুরী আতিকুর রহমান ও কামরুন নাহার।

সভায় পরীক্ষার খাতা পুনঃনিরীক্ষণের নামে বর্তমানের শুধুমাত্র যোগফল দেখার নিয়ম বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষার পদ্ধতি চালুর দাবি জানানো হয়।

গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, একটি নজিরবিহীন, হঠকারী ও একতরফা আদেশদানের আগে সংশ্লিষ্টদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়ার প্রয়োজনও মনে করা হয়নি। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।